বিজনাস ডট কমের প্রতারণা চলছেই

আহসান কবির/খোন্দকার তানভীর জামিল

গত ১১ আগস্ট মতিঝিল, শাহবাগ, নীলক্ষেত- কোথাও সাপ্তাহিক ২০০০ (বর্ষ ৭, সংখ্যা ১৪) কিনতে না পেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরিফ ফার্মগেটে আসেন। সাপ্তাহিক ২০০০ কিনে নিয়ে সোজা চলে যান পান্থপথে বিজনাস ডট কমের অফিসে। দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করেও বিজনাসের কর্তাব্যক্তিদের কারো সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হন আরিফ। ৭টার দিকে বিজনাস ডট কমে সামান্য সময়ের জন্য আসে পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মাহমুদ ওরফে তাহির মুহম্মদ চৌধুরী। পাকিস্তানে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় সেখান থেকে পলাতক তাহির এ সময় বিজনাসের উত্তেজিত সদস্যদের তোপের মুখে পড়েও কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। এরপর যেটা করা সহজ সেই কাজটিই করে তাহির মাহমুদ। উত্তেজিত সদস্যদের সে বলে, 'টাকা না পেয়ে কোনো কোনো সাংবাদিক এই উল্টাপাল্টা খবর পত্রিকায় ছেপে দিয়েছে!'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরিফ আরো জানান, এ সময় শ'তিনেক সদস্য তাহির মাহমুদের কাছে তাদের টাকা ফেরত চান। অনেকেই অপেক্ষা করতে থাকেন তারিকুল হুদা সরকারের জন্য। তারিকুলও সদস্যদের কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। গত ১১ আগস্ট বিজনাস ডট কমের প্রতারণা বিষয়ক বিশাল রিপোর্ট ২০০০-এ ছাপা হবার পর থেকে নতুন কেউ সদস্য হতে চাইছে না।

সার্কেল ফুলফিল হবার কারণে অর্থাৎ টাকা দিয়ে ভর্তি হবার পর নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করার জন্য যাদের টাকা পাওয়ার কথা ছিল, গত ১১ আগস্ট থেকে তাদের কোনো টাকা দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, চেক দেবার পর যাদের চেক বাউন্স হয়েছে, বিজনাসসহ বিভিন্ন কোম্পানির সদস্যরা সেই চেক নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে আসেন। গত ১৪ জুলাই রাতে উত্তেজিত বিজনাস সদস্যরা তারিকুল হুদা সরকারকে একরকম হেনস্থা করে। অনেকেই জানতে চান সদস্যদের টাকা পরিশোধ না করে কেন আড়াই লাখ টাকা খরচ করে দুটো দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেয়া হলো? উত্তরে তারিকুল জানায়, যেহেতু বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে এখন থেকে পত্রিকাগুলো বিজনাসের পক্ষে লিখবে। আরিফের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনাসের সদস্যরা একে অন্যকে খুঁজে ফিরছে। বিশেষ করে প্রথম দিকে যারা অনেক ছাত্রকে সদস্য বানিয়েছিল তারা এখন 'দৌড়ের' উপরে আছে! সাধারণ সদস্যরা তাদের 'মূল কালেক্টরের' কাছে

weRbvm WU K‡gi cZviYv m¤ú‡K mvßvwnK 2000-Gi ceeZx msL¨vi c"Q`

টাকা ফেরত চাচ্ছে। কারো কারো মোবাইল ছিনিয়ে নেবার ঘটনাও ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের নোটিশ বোর্ডে সাপ্তাহিক ২০০০-এর রিপোর্টটি কেটে লাগিয়ে দেয়া হয়। রিপোর্টের ফটোকপি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করা হয়, যেন নতুন করে কেউ আর প্রতারণার শিকার না হয়।

এদিকে বিজনাস ডট কমের এমডি আ ন ম রফিকুল ইসলাম সেলিম গত ১২ জুলাই জামিন পেয়ে জেল থেকে বেরিয়েছে। আর পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মাহমুদকে বাংলাদেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে। বিজনাস সম্পর্কে কথা বলতে রফিকুল ইসলাম সেলিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী সর্বশেষ সে লিবিয়ায় পাড়ি জমায় ১৯৯৪ সালে এবং দেশে ফিরে আসে ১৯৯৭ সালে। মাঝে টাকা আত্মসাৎ মামলায় লিবিয়ায় ছয় মাস জেল খাটে। সেলিম এ ব্যাপারে বলে, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি কর্নেল (অবঃ) রশীদ ষড়যন্ত্র করে তাকে লিবিয়া পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। তবে তার বেশ কিছু টাকা লিবিয়া থেকে নিয়ে আসতে না পারায় সে ধরনা দেয় শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ে। সে সময় চট্টগ্রামের এম এ মান্নান ছিলেন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী। ১৯৯১ সালে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের দরুন বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে আসা ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিরাট অঙ্কের টাকা জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসা শুরু করে। এই টাকা বিতরণের দায়িত্ব বর্তায় শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের ওপর। একে কেন্দ্র করে সক্রিয়

তারিকুল হুদা সরকার। বিজনাস ডট কমের কথিত এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর

হয়ে ওঠে একটি দালাল চক্র। ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকার অর্ধেকই দালালরা পাবে, এই চুক্তির ভিত্তিতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের টাকা পাইয়ে দিতে সহায়তা করতো। এদের ছাড়া টাকা পাওয়া ছিল এক রকম অসম্ভব। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই দালাল চক্রের হোতা ছিলো চট্টগ্রামের মোঃ জাকারিয়া ওরফে জাকির ও তার বড় ভাই মুসা। এই দু'জন তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী এম এ মান্নানের শ্যালক। বিদেশ ফেরত অনেক শ্রমিক অভিযোগ করেন, জাকারিয়া ও মুসা ওই মন্ত্রণালয়ে দালালি করে হাতিয়ে নেয় কয়েক কোটি টাকা।

বিজনাসের এমডি সেলিম লিবিয়ায় তার

আটকে যাওয়া টাকা ফিরে পেতে মন্ত্রীর শ্যালক জাকারিয়ার ৯৭ নম্বর বড় মগবাজারের বাসায় দেখা করে। জাকারিয়া তাকে নিয়ে যায় মন্ত্রীর কাছে। পরে দালাল জাকারিয়া ও সেলিমের মধ্যে চুক্তি হয়, লিবিয়া থেকে প্রাপ্ত টাকার ৩৫% পাবে দালাল জাকারিয়া। সেলিম জানিয়েছে, জাকারিয়া ২০০১ সাল পর্যন্ত সেই টাকা তুলে দিতে পারেনি। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে জাকারিয়া জমির দালালি করতো।

ঢাকার কুড়িলের কয়েকজন অধিবাসী বলেছেন, ২০০০ সালে জাকারিয়া ও সেলিম দু'জনে মিলে কুড়িলের কমিশনার হজরত কাজীর জায়গায় একটি সুপার মার্কেট নির্মাণের কাজ নেয়। কিন্তু আর্থিক ও লেনদেন সংক্রান্ত কারণে তারা কাজ করতে ব্যর্থ হলে নির্মাণ কাজটি আরেকটি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর সেলিম যোগ দেয় তার দুলাভাইয়ের কোম্পানিতে। একটি সূত্র জানিয়েছে, সেলিম পাইওনিয়ার হাউজিংয়ে কিছুদিন কাজ করেছে।

এদিকে ২০০১ সালে নির্বাচনের বেশ আগেই শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী এম এ মান্নানের ছেলে দিদার, মন্ত্রীর জামাতা মহিউদ্দিন ও শ্যালক জাকারিয়া মিলে 'বাংলাদেশ আইটি লিমিটেড' প্রতিষ্ঠানের নামে একটি ট্রেড লাইসেন্স নেয়। কম্পিউটার বিষয়ক এ প্রতিষ্ঠানের একটি অন্যতম কাজ ছিল ভারত থেকে ইউপিএস (UPS) ও আইপিএস (IPS) আমদানি করা। উত্তরার ৪ নং সেক্টরের ব্রিগেডিয়ার খালেদের বাসা ভাড়া নেয়া হয় বাংলাদেশ আইটি লিমিটেডের অফিসের জন্য। ইন্ডিয়া থেকে অত্যন্ত নিম্নমানের মাল আমদানি এবং দেশে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন ঠিকমতো না করায় ২০০১ সালেই এ কোম্পানি মুখ থুবড়ে পড়ে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই এম এ মান্নান এ বাসায় তিন মাস অবস্থান করেন।

এরপর জাকারিয়া তার বড় মগবাজারের মরহুম ডাক্তার সোবাহানের বাসার দ্বিতীয় তলায় থেকে বাংলাদেশ আইটি লিমিটেডের নামে ঢিমেতালে কাজ চালাতে থাকে। মোহাম্মদপুরের কাদেরিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসায় আসা-যাওয়া ছিল জাকারিয়ার। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন কাদেরিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসায় পাকিস্তানের শিয়ালকোটের পীর তাহের শাহ মাঝে মাঝেই এসে থাকেন। পীর তাহের শাহের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জাকারিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মাহমুদ ওরফে তাহির মুহম্মদ চৌধুরীর পরিচয় হয়। গত সংখ্যায় সাপ্তাহিক ২০০০-এ যে তথ্য দেয়া হয়েছিল, সেটার সূত্র ধরেই বিজনাসের এমডি রফিকুল ইসলাম সেলিম জানায়, এ কথা ঠিক যে বাংলাদেশ আইটির নামেই চন্দ্রশীলা সুবাস্তু টাওয়ারে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী

RvKwiqv Ii‡d RwKi weRbv‡mi cZviYvgjK e¨emvi ïi“Uv KiwQj RwKi| cv‡k Zvi mn‡hwM BqvKe

এনাম চৌধুরীর কাছ থেকে ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয়েছিল। তখন জাকারিয়ার সঙ্গে ছিল মহিউদ্দিন, তাহের মাহমুদ ও তার রক্ষিতা পাকিস্তানি নাগরিক নসুবা। প্রথমে এরা প্রতারণার মাধ্যমে বাংলাদেশ আইটিকে বিজনাস ডট কমে রূপান্তর করে এবং এর চেয়ারম্যান হিসেবে শিয়ালকোটের পীর তাহির শাহের পুত্র কাশেম শাহের নাম বলে বেড়াতে থাকে। এমডি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হতে থাকে বাংলাদেশের কাদেরিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসাসমূহের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহসিনকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পীরের বিশাল মুরিদ বাহিনীকে এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের এই ব্যবসার আওতায় নিয়ে আসা। সেলিম আরো জানায়, পরে পীর তাহের শাহের সঙ্গে আমি পাকিস্তানে দেখা করি। পীর তাহের শাহ জানান, এসব ব্যবসার সঙ্গে তিনি কিংবা তার ছেলে কাশেম শাহ জড়িত নন। পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মুহম্মদ, নসুবা এবং জাকারিয়ার প্রতারণা সম্পর্কে তিনি অবগত নন।

সেলিম আরো বলে, 'ব্যবসার শুরু থেকেই তারা ব্যবসায়ী ও সদস্যদের টাকা দিতে পারছিল না। জাকারিয়া ও তাহির মুহম্মদ স্থানীয় সদস্যদের টাকা দিতে না পারায় অফিসে তাদের কয়েকবার আটকে রাখে সদস্যরা। পরে কয়েক লাখ টাকা দেবার বিনিময়ে আমাকে (সেলিমকে) কোম্পানির এমডি বানানো হয়। আমি কাগজ ঠিকঠাক করা, এলসি করা এবং ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার ও এসি ব্যবসায়ীদের টাকা দিতে গেলে দেখি কোম্পানি থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা এরই মধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। টাকা নিয়ে সমস্যা, অবৈধ পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশত্যাগ ও কোম্পানি থেকে সরিয়ে নেবার উদ্যোগ নিলে জাকারিয়া, মহসিন ও মহিউদ্দিনরা চট্টগ্রাম থেকে ইয়াকুব, তারিকুল হুদা সরকার, ইমরান ও বশীরদের বিজনাসের ব্যবসায়িক পার্টনার করার উদ্যোগ নেয়। হোটেল শেরাটন ভাড়া করে আমি সেমিনার কাম ট্রেনিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি ১৯ জুন। ঐ দিন রাতেই আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারিকুল হুদা সরকার হাওয়া ভবনের নাম ভাঙিয়ে মিজানকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন থানায় (সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কালিয়াকৈর, পাবনা) আটটি মামলা দেয়। পেন্ডিং এসব মামলায় আমাকে শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়। জেল থেকে জামিন পেয়ে আমি মুক্ত হই গত ১২ আগস্ট।' সেলিম আরো বলে, কালিয়াকৈর জেলে থাকাকালে মাওলানা হাবিবুর রহমান কাঁচপুরী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি তারিকুল কিভাবে আমাকে বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়েছে।

সেলিম তার কাছে রক্ষিত কাগজপত্র দেখিয়ে বলে, আমি এখনও বিজনাসের ৭৫.৯৪ ভাগ শেয়ারের মালিক। এছাড়া জাকারিয়া ২.১১, তাহের ৫.৫০ ও মহিউদ্দিন ২.৭০ মালিক। বিজনাসের এমডি আরো জানায় তাকে গ্রেপ্তার করায় বাকি শেয়ার এখনও বন্টন হয়নি। সমস্ত কাগজপত্র আমার নামে। অথচ আমি গত ১৯ জুন গ্রেপ্তার হবার পর তারা কোটি টাকা সরিয়েছে। দু-একজন নতুন মানুষকে নিয়োগ দিয়েছে, যার পুরোটাই অবৈধ। যে তারিকুল হুদা সরকার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে নিজেকে দাবি করে, বিজনাসে তার কোনো শেয়ারই থাকার কথা নয়।

এদিকে বিজনাস ডট কমের একটি সূত্র জানায়, গত ১২ আগস্ট থেকে তাদের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে। ১২ ও ১৩ আগস্ট তারা তাদের মোটিভেশন সেমিনারও ঠিকমতো করতে পারেনি। সদস্যদের টাকা দেয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। দুটি দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিজনাস তার প্রথম দিকের সদস্যদের ডেকে এনে নিচের দিকে থাকা অনেক সদস্যকে বোঝাতে বলে যে, এরপর থেকে দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলো তাদের পক্ষে লেখা শুরু করবে। গত ১৪, ১৫ ও ১৬ আগস্ট বিজনাস এমন শো-ডাউন নীতি নিলেও সদস্যদের টাকা-পয়সা দিতে না পারায় তারিকুল হুদা সরকারকে হেনস্থা হতে হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। অন্যদিকে রফিকুল ইসলাম সেলিম, তারিকুল ও তাহির মুহম্মদকে সরিয়ে বিজনাস ডট কম দখলে নেয়ার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে। বিজনাসের একাধিক সূত্র জানায়, গত ১৪ আগস্ট সেলিমের লোকজন পান্থপথের সুবাস্তু টাওয়ারের বিজনাস ডট কমের অফিসে গেলে তাদের ধানমন্ডি থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। যদিও তারা পরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া রফিকুল ইসলাম

সেলিম আরো জানিয়েছে, কম্পিউটার শিক্ষা দেবার নামে জাকারিয়া-তারিকুলরা প্রথম থেকেই দু'নম্বরির আশ্রয় নেয়। প্রথম থেকেই তারা কোনো কোর্স করানোর দিকে না গিয়ে সদস্যদের কাছ থেকে টাকা ভাগিয়ে নেবার ধান্দা করে। যে সিডিগুলো প্যাকেজ কিনলে সদস্যদের দেয়া হয়, বিদেশী বলা হলেও সেগুলো বিদেশী নয়, নিম্নমানের দেশে তৈরি সিডি কপি করে দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে যেগুলো ওপেন করা যায় না। আর যে কার্ড দেয়া হয় সেগুলোর অনেকটাই দেশে তৈরি। কারণ আমি সেলিম মাত্র একবারই এলসি করেছিলাম দুবাইয়ের সঙ্গে। সেটি এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়ানো হয়নি। এখন তারা কার্ডও দিচ্ছে না। হুন্ডির মাধ্যমে এই কয়দিনে কোটি টাকা সরিয়েছে। চট্টগ্রামের জনৈক আসিফ তাদের হুন্ডির কাজে সহযোগিতা করেছে। হাজার হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিজনাস আসলে প্রতারণাই করেছে।

এদিকে ট্রেড লাইসেন্স না করেই পাশের মনোয়ারা টাওয়ারে পাঁচ মাস ধরে বিজনাসের নতুন ফ্লোরে কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার কারণে মনোয়ারা টাওয়ারের মালিক বিজনাসের ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ রিপোর্ট প্রকাশিত হলে মনোয়ারা টাওয়ারের ফ্লোর ছেড়ে দেবার জন্য বিজনাসকে নোটিশ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে গোয়েন্দা সংস্থার একটি সূত্র জানায়, পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মুহম্মদকে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবার ব্যাপারে প্রায় সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। হয়তো বিজনাসের অগণিত সদস্যের কাউকে কিছু না জানিয়ে সে একদিন দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হবার দিন থেকে অর্থাৎ ১১ আগস্ট থেকে জনৈক কাজী জহীর উদ্দিন নিজেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল পরিচয় দিয়ে বিজনাসের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে দাবি করছেন এবং কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে অবশ্য তিনি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। রফিকুল ইসলাম সেলিম নিজেকে এখনও বিজনাসের এমডি হিসেবে দাবি করে যাচ্ছে। এই প্রতিবেদকের সামনে সে কাজী জহীর উদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করে যে বিজনাসের কান্ট্রি ম্যানেজার তিনি কিভাবে হলেন? কে তাকে নিয়োগ দিলো? তিনি আসলেও অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল কি না? পরে এই রিপোর্টের প্রতিবেদকদ্বয়ের একজন কাজী জহীরকে টেলিফোন করলে তিনি বলেন, 'হিম্মত থাকলে বিজনাস ডট কমের অফিসে এসে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।'

পুলিশের একজন বড় কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'বিজনাসসহ এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িতদের ব্যাপারে পুলিশ কড়া নজর রাখছে।' কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখানে অনেক ফ্যাক্টর কাজ করছে। বিনিয়োগ বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন কিংবা যদি এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা কোনো মামলা করে তাহলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনি ব্যবস্থা নেবে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

রূপবান : সেই ১১ আগস্টে তোমার-আমার পরিচয় না হলে কি ঘটতো? চিন্তামুনির চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নেই। তবে আমি ভাবি, হয়তো এখন আমি... না জানি না, মেলাতে পারি না, কিছুতেই মেলে না। তুমি জানো কি? -মাহবুব, জার্মানি

***

রূপু : বেশ আছো এই ১১ আগস্টে! তবুও ভালো থেকো। আমার জন্য আমার কথা নাই বা ভাবলে। -মাহবুব,

***

রূপবান : 'ভালোবাসা' শব্দটি মৃত্যুর মতোই মহাশক্তিশালী এক সম্পর্কের নাম। You may go but you cannot hide from my sight. -মাহবুব,জার্মানি

***

রূপবান : ছিন্ন হলেই কি ভিন্ন হওয়া যায়? না ভুলে থাকা যায় সবকিছু? যতই তুমি একাকী নিভৃত জীবনে যাবে, ততোই যে তুমি আমার থাকবে সেটা কি জানো? -মাহবুব, জার্মানি

***

রূপবান : সম্পর্ক শেষ করলেই অথবা বিচ্ছেদপত্র দিলেই দূরে সরে যাওয়া যে সম্ভব নয়, এটা আমার চেয়ে বোধকরি তুমিই ভালো জানো। বনপোড়া সখী আমার মনও কি পোড়ে না আমার জন্য কখনও তোমার? -মাহবুব, জার্মানি

***

রূপু : কোনো এক ১১ আগস্ট তোমার-আমার প্রথম কথা হয়েছিল। তারপর... কত রস-রচনা, পুরনো বাৎসায়ন কাহিনীর নতুন পরিস্ফুটন, দীর্ঘশ্বাস- সব মিলিয়ে সে এক বিচিত্র ইতিহাস। -মাহবুব

***

রূপবান : আমার খুব ইচ্ছে করে পৃথিবীর দিনপঞ্জি থেকে ১১ আগস্ট দিনটিকে মুছে ফেলতে। পারি না। হয় আমাদের নিজস্ব দিনটি আমাদেরই থাকুক অথবা কেউ যেন না জানে ১১ আগস্টের পরবর্তীতে আমাদের কি ঘটেছিল, সেজন্য। -মাহবুব, জার্মানি

***

রূপু : এখনো আমাদের দু'জনের মাঝে বেশ মিল, তাই না! ভেবে দেখো তুমি-আমি দু'জনেই দুই ভাঙা নায়ের (নৌকার) মাঝি। দু'জনে একই পৃথিবীর দু'প্রান্তে একাকী জীবন নদী পাড়ি দিচ্ছি, কি বল? -মাহবুব, জার্মানি

***

রূপু : প্রতি বছর ১১ আগস্ট আসে এবং যায়। আর তখনই আমার বুকের ভেতর সব সমুদ্রের হাহাকার গর্জন ধ্বনি বেজে ওঠে। হায় রূপবান, শুধু এটুকুই বল, কেন তবে শুরু করেছিলে 'ভালোবাসাবাসির' অধ্যায়?? -মাহবুব, জার্মানি

***

রূপু : 'ভালোবাসা' শব্দটি মৃত্যুর অধিক শক্তিশালী এক সম্পর্কের নাম। You can go but you cannot hide form my sight. -মাহবুব, জার্মানি

***

মাতৃগর্ভের ১০ মাস ১০ দিনের মায়া ছিন্ন করে দেশের ভয়াবহ বন্যার কলকল শব্দটাকে নিজের কাঁধে বহন করে বন্যার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর প্রত্যাশায় এই পৃথিবীর এক নতুন হাসিমুখ নিয়ে জন্ম নিল আমার ভাতিজা (সময় ২৬ জুলাই ২০০৪, রাত ১০টায়)। আমার ভাতিজাকে এই পৃথিবীর বুকে উপহার দেয়ার জন্য আমার মেজবৌদি ও মেজদাকে ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে আমার ভাতিজার জন্য সৃষ্টিকর্তা ও নিকট আত্মীয়স্বজনের আশীর্বাদ কামনার্থে ছোট কাকু। -অপু কৃষ্ণ পোদ্দার (রাহুল), Jae sung press, 953-1. Midu B/D, Sinwol 7 Dong, Young chon-Gu, Seoul, South Korea.

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¢"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪